Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-IV, July 2024, Page No.129-139
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

আঞ্চলিক ইতিহাস ও গ্রাফিক আখ্যান: 'সেনাপতি রায় কাচাগ'

ড. পরমাশ্রী দাশগুপ্ত
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা, ভারত

Abstract:
In 2003, Tripura writer Alok Dasgupta published the graphic narrative "Senapati Roy Kachag," which delves into the historical conflict between King Dhanmanikya of Tripura and Gaur King Hussain Shah. This work explores regional history by drawing from Tripura's historical text "Rajmala." Instead of focusing on royalty, the narrative highlights the heroism of Kachag, the son of a common tribal family. By shedding light on this often overlooked chapter of history, Dasgupta brings the story of a common man's valor to the forefront. The author has pioneered a new genre of literature by presenting history through a blend of pictures and stories. This innovative approach not only entertains but also incorporates elements of social and moral education. The primary aim of this paper is to delineate and scrutinize the emergence of Tripura's history through the medium of graphic narrative.

Keywords: Narrative, regional history, tribe, Tripura, graphics.

মূল প্রবন্ধ:

> For the ancients the task of history writing was not the formulation of statements, but they saw history as a "form of practical, life-oriented activity" There was therefore no attempt at probing into the causes of events or trying to analyse thase events. The concept of critical history was not existent.[১]

ত্রিপুরার রাজবংশের ধারাবাহিক ইতিহাসগ্রন্থ রাজমালার ইতিহাস লিখনও তেমনই জীবন ও সময়ের সঙ্গে জড়িত নানা ঘটনা ও তথ্যের সমাহার। এখানে মূলত নানা সময়ের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং তার সঙ্গে কিছু কল্পনাও সংযুক্ত। কিন্তু এই ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ সেখানে নেই। পরবর্তী ইতিহাসকারেরা সেই ধারা বিবরণী থেকেই ইতিহাস সংগ্রহ করেছেন। সেই ইতিহাস আবার ব্যবহৃত হয়েছে দুইভাবে। ইতিহাস রচয়িতারা এই ইতিহাস সংগ্রহ করে আধুনিক ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা লিপিবদ্ধ ও বিশ্লেষণ করেছেন। ইতিহাস বিশ্লেষণের নিত্যনতুন ধারায় ইতিহাসকে পর্যবেক্ষণের অভিমুখও বদলে গেছে। অন্যদিকে সৃজনশীল সাহিত্যে ইতিহাস ব্যবহৃত হয়ে তা এক অন্যরূপ পেয়েছে। সেখানে ইতিহাস শুধু তথ্যের সমাহার হয়ে থাকেনি, 'মানবমনের ইতিহাস' বা 'মানুষের বিশ্বাসের ইতিহাস' হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের বিষয়গত দিকটি সেখানে উজ্জ্বল। প্রথাগত ইতিহাস ভাবনা যেখানে থেমেছে, সেখানেই এর সূচনা। সেই অসম্পূর্ণতার থেকেই পূর্ণতার পথে চলেছে সৃজনশীল সাহিত্য। ত্রিপুরার ইতিহাসকে কেন্দ্র করে

এমনই এক ভিন্ন সংরূপধর্মী সাহিত্য নির্মাণ 'সেনাপতি রায় কাচাগ'। অলক দাশগুপ্তর এই গ্রাফিক আখ্যান রাজমালার তথ্যবদ্ধ ইতিহাস নিয়ে ছবিতে গল্প নির্মাণ, যা আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার এক অন্যতম নিদর্শন। অন্যদিকে এটি সাহিত্য মাধ্যমে উপেক্ষিত অন্ত্যজ মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসকে দেখা। ইতিহাস ভাবনা এখানে কেন্দ্রাতিগ নয়, কেন্দ্রাভিগ। ত্রিপুরার নাম না জানা গ্রামের ছেলে এই ছবিতে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। ইতিহাস থেকে যেমন সাহিত্য উপাদান সংগ্রহ করে অপরপক্ষে সাহিত্যের মধ্যে দিয়েও ইতিহাস নির্মাণ চলে। এটি একটি সমান ও বিপরীতমুখী প্রক্রিয়া। অলক দাশগুপ্ত ইতিহাস থেকে উপাদান নিয়ে যে গ্রাফিক আখ্যান গড়ে তোলেন, তা আবার নতুন ইতিহাস তৈরি করে। এই আখ্যানই হয়ে ওঠে ইতিহাস নির্মাণের উপাদান। আখ্যান থেকে ইতিহাস কিভাবে উপাদান নেয় এবং এই সম্পর্ক কেমনভাবেই বা পারস্পরিক?

> Each version of the past which has been deliberately transmitted has a significance for the present.... The record maybe one in which one historical consciousness is embedded: myth, epic and geneology; or alternatively it may refer to the more extecnalised forms: chronicles of families, institutions and regions and biography of persons in authority.[২]

মিথ, মহাকাব্য, বংশচরিত, আত্মজীবনী সমস্ত কিছুই ইতিহাসের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। প্রাচীন মহাকাব্য, দৃশ্যকাব্য হয়ে ওঠে ইতিহাসের আকর। সাহিত্য মাধ্যমে ইতিহাস প্রতিনিয়ত নির্মিত, পুনর্নির্মিত হয়ে চলে। 'সেনাপতি রায় কাচাগ' এমনই এক ঐতিহাসিক গ্রাফিক আখ্যান যেখানে ইতিহাস থেকে উপাদান নিয়ে ইতিহাসের বিনির্মাণ করা হয়। আর এই বিনির্মাণ নতুন ইতিহাস নির্মাণ করে।

এক

প্রত্যন্ত ত্রিপুরার রিয়াং গ্রামের সাধারণ গৃহে বড় হয়ে ওঠা এক অসাধারণ বীর রায় কাচাগ। গৌড়ের রাজা হোসেন শাহকে যে নানা সময় নাস্তানাবুদ করেছে। তলোয়ার, বল্লম চালানো শিখে ত্রিপুরার মহারাজ ধনমাণিক্যের সেনাদলের সদস্য এবং তারপরে একেবারে সেনাপতির পদে উন্নীত রায় কাচাগ। হোসেন শাহের বিজয়যাত্রার ইতিহাসের পাশাপাশি এই ইতিহাস তেমন কিছু আলোকিত ছিল না। ত্রিপুরায় বিজয় অভিযান চালালে হোসেন শাহকে ব্যাঘাত পেতে হয়েছিল। এর বেশি কিছু প্রথাগত ইতিহাসের বইতে লেখা হয়নি। ত্রিপুরার ইতিহাসের আকর 'রাজমালা'-য় এই ইতিহাস রয়েছে। অথচ পরবর্তীকালের ইতিহাস চর্চায় এই ক্ষুদ্র আঞ্চলিক আখ্যানটিকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হল না। ইতিহাসের হোসেন শাহের মত মহান নায়কদের পরাজয়ের অন্তর্লীন কাহিনি বিশ্লেষিত হল না। একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অঞ্চলের অনামী নায়কের পক্ষ নিয়ে, ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গিটা একটু ঘুরিয়ে যদি লেখা হত তাহলে অসম্পূর্ণ ইতিহাস চর্চার ফাঁকফোকর কিছুটা ধরা পড়তে পারতো।

এই কাজটি যখন তেমনভাবে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে হল না, তখন সাহিত্য মাধ্যমে ইতিহাসকে নতুন করে নির্মাণ করলেন অলক দাশগুপ্ত। প্রথাগত ইতিহাস চর্চার শুষ্কতা সেখানে নেই, কারণ আঙ্গিক ভিন্ন। ছবিতে ও গল্পে গ্রাফিক আখ্যানে ইতিহাস চর্চা বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা নিয়ে এল। অলক দাশগুপ্তের আগে ময়ূখ চৌধুরি, নারায়ণ দেবনাথ ইতিহাসের কাহিনি নিয়ে গ্রাফিক আখ্যান লিখেছেন। তাঁরা ছোট ছোট কাহিনি বলেছেন ছবি ও গল্পের মাধ্যমে কিন্তু সেখানে বিশেষ করে বিদেশের ইতিহাসকে এই আঙ্গিকে সজ্জিত

করা হয়েছে। ইতিহাসের রোমাঞ্চকর কাহিনি অবলম্বনে শিশু-কিশোরদের জন্য থ্রিলার সৃষ্টি সেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য। ইতিহাসের দ্বন্দ্ব সংঘাতময় কাহিনি নির্বাচিত হয়েছে এবং আখ্যান ও ইতিহাসের আন্তঃসম্পর্ক নির্মিত হয়েছে। যদিও তাতে ইতিহাস কোনও ভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে আসে না। শুধু ইতিহাসকে ভিন্ন রূপে গড়ে তোলা হয়েছে সেখানে। ইতিহাসকে নতুনভাবে পর্যবেক্ষণ ও পুনর্নির্মাণের কাজটি তাতে নেই। গ্রাফিক আখ্যানের আঙ্গিকে ইতিহাসের নতুন নির্মাণের কাজটি সম্ভব হয়েছে 'সেনাপতি রায় কাচাগ'-এ।

পঞ্চদশ শতকের বীর, রিয়াং জনজাতির ছেলে কাচাগের কথা প্রথাগত ইতিহাসচর্চায় তেমন স্থান না পেলেও চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কাচাগের বীরত্বের কাহিনি লোকমুখে লোকপরম্পরায় বাহিত হয়ে চলেছে। গৌড়বঙ্গ, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরার বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে তার বীরত্বের কর্মকাণ্ড প্রসারিত হয়েছিল, যা কিছুটা মৌখিক ইতিহাস হিসেবে লোক পরম্পরায় ছড়িয়ে আছে। দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রামের এক সাধারণ মানুষের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও বীরত্বের কাহিনিকে সামনে তুলে আনতে লেখককে দীর্ঘ গবেষণার পথ ধরে নানা তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। কৈলাসচন্দ্র সিংহের 'রাজমালা', কালীপ্রসন্ন সেনের 'শ্রী রাজমালা', কর্নেল মহিমচন্দ্র দেববর্মনের 'দেশীয় রাজ্য' বইগুলি এখানে মুখ্য আকর হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকবে।[৩] রমেশচন্দ্র মজুমদার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইতে এক্ষেত্রে রাজমালার বিবরণই তুলে আনা হয়েছে। যদুনাথ সরকারের মতেও ধনমাণিক্য ও হোসেন শাহের ঐতিহাসিক লড়াইয়ের একমাত্র ঐতিহাসিক উপাদান রাজমালা গ্রন্থ।

Details of the war are found only in the Tipperah Chronicle, the Rajmala.[৪]

এই রাজমালার ধারা বিবরণীর মধ্যে নানা মিথের উপাদানও মিলেমিশে আছে। তাকেও ইতিহাস থেকে বাদ দেওয়া যায় না।

হোসেন শাহ বঙ্গের নির্দিষ্ট সীমানার বাইরেও বেশ কিছু অভিযান করেন। এর মধ্যে কোনো কোনোটা নিজেই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। উল্লেখযোগ্য হল উত্তর-বিহার, কামরূপ, আসাম, উড়িষ্যা ও ত্রিপুরা অভিযান। এর মধ্যে বেশ কিছু অভিযানে সফলও হয়েছিলেন তিনি। ত্রিপুরা অভিযানের সময়কাল জানা যাচ্ছে ১৫১৩। রাজমালার দ্বিতীয় খণ্ডের রচনাকাল ১৫৭৭-৮৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। এখানেই হোসেন শাহের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজার সংঘর্ষ বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার এই সংঘর্ষের বিবরণ 'রাজমালা' অনুসারে তুলে এনেছেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন রাজমালার বিবরণের অলৌকিক অংশ বাদ দিলে বাকিটা সত্যি এবং হোসেন শাহ-ধনমাণিক্য সংঘর্ষের প্রথম পর্যায়ে ধনমাণিক্যই জয়যুক্ত হন এবং তিনি খন্ডল পর্যন্ত হোসেন শাহের রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল অধিকার করে নেন।[৫] হোসেন শাহ ও ধনমাণিক্যের এই সংঘর্ষ যাঁরা ইতিহাসে বিবৃত করেছেন তাঁদের একমাত্র উৎস ছিল ত্রিপুরার 'রাজমালা'। বাস্তবের সঙ্গে অলৌকিক নানা উপাদান নির্মিত এই সাহিত্য উপাদান ছাড়া এই ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে অন্য কোনও উপাদান ব্যবহৃত হয়নি। উপাদানের স্বল্পতায় সবাই মূলত রাজমালার ওপরেই নির্ভর করেছেন। রমণীমোহন শর্মা যখন ত্রিপুরার রাজনৈতিক ইতিহাস লিখেছেন তখনও এই অংশটি বর্ণনার ক্ষেত্রে মুখ্যত রাজমালার উপরেই নির্ভর করেছেন। আবার সমসাময়িক অন্যান্য সাহিত্য উপাদানে, এই সংঘর্ষের কাহিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে, রাজমালার বিপরীত ভাষ্যও আমরা নির্মিত হতে দেখি। হোসেন শাহের রাজসভাকবিরা হোসেন শাহের পক্ষ নিয়ে ত্রিপুরার রাজার কৃতিত্বকে তেমন গুরুত্ব দেননি তাদের লেখায়-

> While the Rajmala gives all credit to Dhanya-Manikya, Other literary sources present a different picture. Contrary to the Tripura tradition, the Paragali Mahabharata composed during the reign of Hussain Shah, avers that the Tripura kind had to submit to the king of Gauda (Bengal). The Asramedha Parva of Srikarnandi state that the ruler of Tripura had to take shelter in the hills of Tripura hearing the advance of the Muslim army and even to early acknowledge the authority of the Gauda ruler by way of offering him taxes in the form of certain horses and elephants.[৬]

গ্রাফিক আখ্যানে অলক দাশগুপ্ত দেখিয়েছেন, হোসেন শাহ ত্রিপুরার রাজা ধনমাণিক্যের কাছে যুদ্ধে হেরে গিয়ে অপমানিত হন। ছুটি খানকে নির্দেশ দেওয়া হয় ত্রিপুরা বিজয়ের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী প্রেরণ করতে। কিন্তু ছুটিখান কোনও যুদ্ধযাত্রা করেননি। তিনি শ্রীকর নন্দীকে দিয়ে যুদ্ধজয়ের কাহিনি রচনা করিয়েছিলেন, যে কাহিনি কল্পিত। তার কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। ছুটি খান শ্রীকর নন্দীকে বলেন, 'যুদ্ধে যাব না তুমি বরং বানিয়ে বানিয়ে আমার ত্রিপুরা জয়ের কাব্য লেখ।'[৭] অতএব শ্রীকর নন্দী রাজ পৃষ্ঠপোষকতায়, রাজ অনুগ্রহে এই কাব্য রচনা করেন।

রাজার স্তুতি এবং রাজার বিজয়গাথাকে প্রশস্ত করে লেখার দায় ছিল রাজসভাকবিদের উপর। এই কারণে সত্য সেখানে অনেকটাই খণ্ডিত। একই উক্তি রাজমালার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সেটিও রাজপৃষ্ঠপোষকতায় লিখিত। কিন্তু ইতিহাসকারেরা ঐতিহাসিক উপাদান নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাজমালার উপরেই নির্ভর করেছেন। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অঞ্চলের বিজয়গাথাকে তারা ম্লান হতে দেননি। এক্ষেত্রে রাজমালার বিবরণও যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক। ত্রিপুরার বিচিত্র ও মিশ্রিত ভৌগোলিক পরিবেশ, নানা জাতি-উপজাতি মিশ্রিত নানা ধরনের সংস্কারে লালিত সমাজ এই দুই পক্ষের সংঘর্ষকে আরও বর্ণময় করেছে।

দুই

১৪৯০ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার রাজনৈতিক অবস্থা যখন টালমাটাল, তখন ত্রিপুরার সিংহাসনে বসেছিলেন ধনমাণিক্য। কিন্তু রাজ্যের মূল ক্ষমতা তখন কিছু দুর্বিনীত, উদ্ধত ও ক্ষমতালোভী সেনাপতির হাতে। ধনমাণিক্য অপেক্ষায় ছিলেন এই কুচক্রী সেনাপতি এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর। অন্যদিকে ত্রিপুরার প্রত্যন্ত এক গ্রামে তখন উপযুক্ত অস্ত্রশিক্ষায় বড় হয়ে উঠছে সাধারণ রিয়াং জনজাতি গোষ্ঠীর ছেলে কাচাগ। রিয়াং গ্রামটি নিরুদ্রপ ছিল না। সেখানে প্রতিনিয়ত চলত বন্য জীবজন্তুর প্রকোপ এবং কুকিদের আক্রমণ। এই সমস্ত বিরোধী শক্তির সঙ্গে লড়াই ছিল গ্রামের মানুষদের প্রতিদিনের সঙ্গী। সেই গ্রামেই একদিন রাতে জরুরী সভা করে কুকিদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য যে বাহিনি গঠিত হল, তার দলনেতা নির্বাচিত হল কাচাগ। সেবার কুকিরা অপ্রত্যাশিত প্রতি আক্রমণে গ্রামছাড়া হয়েছিল। কাচাগের প্রতি গ্রামের মোড়ল প্রসন্ন হলেন। তিনি বুঝলেন এই কাচাগ রাজার সেনাপতি হওয়ার যোগ্য। এরপর থেকেই কাচাগ রাজার সেনাপতি হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে বাঁচে। একদিন সে সত্যি সত্যিই সঙ্গী কছমকে নিয়ে রওনা হয় রাজধানী রাঙ্গামাটিয়ায়।

রাজধানীতে পৌঁছে সেনাপতি দেবকুমার ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের পরাস্ত করে রাজার কাছে যথাযুক্ত শক্তি প্রদর্শন করতে পারলে তারা দুইজন প্রথমে সেনাদলে সৈনিক হিসেবে নিযুক্ত হয়। সেনাপতি তার দলবলসহ নানাভাবে চক্রান্ত চালিয়ে যায় এবং নিজেরা আড়ালে থেকে সুকৌশলে রাজার উপর আক্রমণ চালাতে

থাকে। প্রতিবারই কাচাগ রাজাকে নিজের বুদ্ধি ও বীরত্ব দিয়ে রক্ষা করতে থাকে এবং ক্রমেই রাজার কাছে আরও বিশ্বস্ত সেনা হয়ে ওঠে। রাজ পুরোহিতের নির্দেশে পরিকল্পিতভাবে ধনমাণিক্য অসুস্থতার ভান করে। এই সুযোগে বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিরা তার উপর আক্রমণ চালালে কাচাগ তাদের পরাস্ত করে এবং তারপরেই সুযোগ্য সেনা কাচাগ রিয়াং সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হয়। তাকে 'রায়' উপাধি দেওয়া হয় এবং কাচাগ পরিচিত হয়ে ওঠে 'রায় কাচাগ' নামে।

হোসেন শাহ নানা উপঢৌকন মাঝে মাঝেই চেয়ে পাঠাতেন ত্রিপুরার রাজার কাছে। ত্রিপুরার রাজারাও সাধ্যমত তা পাঠিয়ে প্রতিবেশী শক্তিশালী রাজাকে সন্তুষ্ট রাখতেন। হোসেন শাহ এক সহস্র হাতি, এক সহস্র গজদন্ত, এক লক্ষ্য স্বর্ণ মুদ্রা ও আরও নানা বস্তু চেয়ে পাঠালে এবার ধনমাণিক্য সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন গৌড়ের রাজাকে এ ধরনের নজরানা আর পাঠাবেন না। তাতে অসন্তুষ্ট হয়ে সরাসরি ধনমাণিক্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন হোসেন শাহ। দুটি-একটি খণ্ডচিত্রের মধ্যে দিয়ে হোসেন শাহের একটা পরিচয় নির্মাণ করার চেষ্টা করেন লেখক। হোসেন শাহের সাহিত্য প্রেম, সঙ্গীতপ্রীতি, পরধর্ম সহিষ্ণুতা একটি করে খণ্ডচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়। অন্যদিকে রায় কাচাগ, মেহেরকুল, পাঠিকারা, গঙ্গামণ্ডল, বগাসরাই দখল করে খণ্ডলে চলে আসেন। সেখানকার বারো জমিদারকে শায়েস্তা করতে খণ্ডলে লস্কর নিযুক্ত করেন রায় কাচাগ। কিন্তু রায় কাচাগ অঞ্চল পরিত্যাগ করে গেলে তারা ত্রিপুরার লস্করকে বন্দি করে। এই বারো জমিদার বন্দি করা লস্করকে হোসেন শাহের কাছে নিয়ে এলে হাতির পায়ের তলায় নির্মম ভাবে তাকে হত্যা করা হয়। এর প্রতিশোধ নিতে রায় কাচাগও জমিদারদের বন্দি করে এবং তারা কেউই নিস্তার পায়নি। এইভাবে ধনমাণিক্য ও হোসেন শাহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে ও তা ভিন্ন রূপ পায়।

> The death of his Laskar of Khandal infuriated Dhanya-Manikya who forthwith sent his chief general Ray-Kachag to Khandal to conquer it. Ray-Kachag who was a clever man, brought the twelve landlords of Khandal to the court of Dhanya-Manikya, where they were cruelly killed.[৮]

কুকিদের সঙ্গে ধনমাণিক্যের সংঘাতেরও মূল সেনানায়ক রায় কাচাগ। কুকীরা ত্রিপুরারাজকে নজরানা হিসাবে হাতি, গজদন্ত, বাঁশ বেতের সামগ্রী উপহার দিত। তারা একবার এক শ্বেতহস্তীকে বন্দি করে, কিন্তু ধনমাণিক্যের আদেশ সত্ত্বেও তারা রাজাকে হস্তান্তরিত করতে চায় না। কুকিদের রাজা কড়া জবাব দেয় ' রোঙ্গপুইকে গিয়ে বলো্ যে কুকিরা তাকে হাতি উপহার দেয়। সাদা হাতি নয়।'[৯] কিন্তু থানাসীগড় দুর্গ দখল করা বেশি সহজ ছিল না। চিত্রাঙ্কনের মধ্য দিয়ে এই দুর্গের দুর্গমতা সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বেশি উচ্চতা যুক্ত এই দুর্গ আক্রমণ করতে গেলেই কুকী সেনারা উপর থেকে বর্শা বল্লম ছুঁড়ে শত্রুকে আহত করত। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য ধনমাণিক্য শরণাপন্ন হন কাচাগের। কাচাগ তখন চট্টগ্রাম দখল করে আরাকানের কিছু অংশ দখল করেছে। কাচাগ থানাসীগড় দুর্গ সেনাদের নিয়ে অবরোধ করে কিন্তু ক্রমেই বুঝতে পারে এই দুর্গ আক্রমণ করা প্রায় অসম্ভব। সেনারা যখন মৃত্যু ভয় জর্জরিত, কাচাগ যখন চিন্তিত, সেই সময় কাচাগের দেখা হয় ত্রিপুরার লোককথার অতিমানব জামিছালঙের সঙ্গে। অসীম শক্তিশালী পুরুষ জামিছলঙকে নিয়ে ত্রিপুরার লোককহিনি পাওয়া যায়। জামিছলঙ পাহাড়ি ত্রিপুরার একজন অসীম সাহসী বীর। এক ঝাড় বাঁশ কাটতে পারা, এত ঘরের প্রয়োজনীয় খুঁটি বইতে পারা, একটা আস্ত শূকর খেয়ে ফেলা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। শরীর দিয়ে পাহাড়ি নদীর জল আটকানোতে সে পারদর্শী। গভীর জঙ্গলের টিলার উপর তার বাড়ি। সে ভয়ংকর প্রাণী, রাক্ষসীকে পরাজিত করে অসীম শক্তিমত্তার পরিচয়

দেয়। জামিছালঙের চরিত্র নির্মাণ ও নানা দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে গ্রাফিক্স আখ্যানে রোমাঞ্চ তৈরি হয়েছে। নিটোল বর্ণনা ও কাহিনির চড়াই-উৎরাইয়ে পাঠক ক্লান্ত হতে পারে না। হোসেন শাহ ও ধনমাণিক্যের সংঘর্ষের ইতিহাস বর্ণিত নীরস টুকরো ঘটনাগুলো এক সূত্রে বেঁধে তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র তৈরি করা হয়েছে। তার ভিতরে প্রাণ সৃষ্টির ফলে সাধারণ পাঠকের কাছে তা শুধুই ইতিহাসের তথ্য হয়ে থাকে না। পাঠকের আবেগ, উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠায় নতুন রূপ পায়। যে অতিমানবিক রূপ নির্মাণ করা হয়েছে তা কমেডির উপাদানে ভরপুর। খুব সিরিয়াস দ্বন্দ্বের মধ্যে জামিছলঙ চরিত্রটি কিছুটা 'কমিক রিলিফ' এনে দিয়েছে। অতিকায় গোসাপের (ইন্দোনেশিয়ার কোমোডো ড্রাগন?) সহায়তায় তারা দুর্গের উঁচু গাছের উপরে দড়ি বাঁধতে সক্ষম হয় এবং অবরোধ সরিয়ে দেওয়ার ফলে কুকিরা যখন নিজেদের বিজয় সুনিশ্চিত ভেবে বিজয় উৎসবের শেষে প্রায় অচৈতন্য তখন সেই দড়ি বেয়ে উঠে অতর্কিতে কাচাগ ও তার সেনাবাহিনি কুকিদের আক্রমণ করে।

এই যুক্তি সেনাপতি করিল সলিকা।
দৈবগতি তথা এক পাইল গোধিকা॥
অষ্ট হস্ত দীর্ঘ গোধা পার্শ্বে তিন হাত।
গোধার কমরে বান্ধে দীর্ঘ বেত্র তাত॥[১০]

রাজমালা অনুযায়ী গোধিকা বা গোসাপ রায় কাচাগ দেবযোগে লাভ করেছিল। এখানে জামিছালঙের চরিত্রটি এনে রূপকথা ও লোককথার উপাদান কাহিনিতে সংযুক্ত করার পাশাপাশি গোধিকা প্রাপ্তির কারণ তৈরি করে, কাহিনিটি আরো সুডৌলভাবে নির্মিত হল। কুকিদের দুর্গ আক্রমণ করে রাজমালার বর্ণনা অনুযায়ী যথেষ্ট ভয়ঙ্কর লুঠতরাজ চালিয়েছিল ত্রিপুর সৈন্য, সঙ্গে ছিল নারী লুণ্ঠন ও হত্যা।

পুরুষ সকল যত প্রাণীকে বধিল।
থানাংছির গড়োপড়ে রক্তনদী বইল॥
নারী সব লুটিয়া লইল সর্ব্বজন॥[১১]

এই ঘটনা খুব বিশদে 'সেনাপতি রায় কাচাগ'-এ বর্ণিত হয়নি। যেহেতু গ্রাফিক আখ্যানের একটি বড় অংশের পাঠক শিশু ও কিশোর তাই অতিরিক্ত ভায়োলেন্স এখানে স্বাভাবিকভাবে বর্জিত হয়েছে। ঐতিহাসিক যুদ্ধের তীব্র ক্ষয়ক্ষতিকে লেখক ছবি ও লেখার কলমে দীর্ঘায়িত করেননি। যে অভিনব কৌশলে যুদ্ধের বর্ণনা করা হয়েছে তা পাঠককে কৌতূহলী, উৎকণ্ঠিত করে। সংঘর্ষটিকে 'ক্লাইম্যাক্স' বিন্দুতে পৌঁছে দেন লেখক। নাটকীয় এই সংঘর্ষের শেষে ধনমাণিক্য তার বাঞ্ছিত হাতিটি লাভ করে। এইভাবে লোককথা ও মিথের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আঞ্চলিক ইতিহাসকে পুনর্নির্মাণ করেন গ্রাফিক আখ্যানকার।

তিন

গ্রাফিক আখ্যানটির বিশেষত্ব হল এখানে সেনাবাহিনির সদস্য, নানা নাম না জানা সাধারণ মানুষ নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতায় বেশ কিছু ঐতিহাসিক সত্য উচ্চারণ করে। জনসাধারণ বা সাধারণ মানুষকে এইভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কোনও এক সৈনিক বলে, তারা বেঘোরে মরছে কারণ তারা 'সৈনিক' অর্থাৎ সাধারণ মানুষ। অন্ত্যজ, শোষিত মানুষের আত্মসচেতন উক্তি নিম্নবর্গীয় মানুষদের সমাজে নিজস্ব জায়গাটা নির্দেশ

করে। ত্রিপুরার সেনাবাহিনীতে হাতির প্রাচুর্য থাকলেও ঘোড়া এসেছে ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দের পর। ত্রিপুরার রাজা বিজয়মাণিক্য ত্রিপুরা সেনাবাহিনীতে প্রথম অশ্বারোহী বাহিনী গঠন করেন। ঘোড়া চিনতে ভুল করা অখ্যাত সৈনিকদের ঘোড়া নিয়ে আলোচনা ও নানা উক্তি ইতিহাসের সিরিয়াস সত্যের পাশে তীব্র হিউমার সৃষ্টি করে।

হোসেন শাহের সঙ্গে ত্রিপুরারাজের বহু সংঘর্ষ হয়। ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দের আগেই ত্রিপুরারাজ বাংলার সুলতানের অধীনস্থ অনেক অঞ্চল জয় করেন। ১৪৩৫ শতকে ধনমাণিক্য চট্টগ্রাম অধিকার করেন এবং এই উপলক্ষ্যে স্বর্ণমুদ্রা প্রকাশ করেন। হোসেন শাহ তাঁর বিরুদ্ধে গোরাই মল্লিক নামে একজন সেনাপতির অধীনে এক বিপুল বাহিনী পাঠান। গোরাই মল্লিক ত্রিপুরার অনেক অঞ্চল জয় করেন কিন্তু চন্ডীগড় দুর্গ জয় করতে অসমর্থ হন। এরপর তিনি চন্ডীগড়ের পাশ দিয়ে গিয়ে গোমতী নদীর উপর দিক দখল করেন। বাঁধ দিয়ে গোমতীর জল অবরুদ্ধ করেন এবং তিনদিন পরে বাঁধ খুলে জল ছেড়ে দেন। বাঁধন ছাড়া জলে ত্রিপুরার বিপর্যয় ঘটে। তখন ত্রিপুরারাজ অভিচার অনুষ্ঠান করেন। এই অনুষ্ঠানে বলি প্রদত্ত চন্ডালের মাথা বাংলার সেনাবাহিনীর ঘাঁটিতে অলক্ষে পুঁতে রেখে আসা হয়। তার ফলে সেই রাত্রেই বাংলার সৈন্যরা ভয়ে পালিয়ে যায়। এই ঐতিহাসিক উপাদান অলক দাশগুপ্ত নিজের মত করে বিন্যস্ত করেছেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন অঞ্চল সেই সময় নরবলির জন্য খ্যাত ছিল। সুতরাং নরবলির ঘটনা ইচ্ছাকৃতভাবে রটিয়ে দেওয়া হলেও গৌড় সেনাবাহিনীর কাছে তা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়নি।

কিছু অতিলৌকিক ও অলৌকিক ঘটনার সংমিশ্রণে পাঠকের কল্পনার পরিধিকে এখানে বিস্তৃত করে গড়ে তোলা হয়েছে। যেমন কাচাগের রহস্যময় অস্ত্রগুরু। যে কাচাগকে রাজ সেনাবাহিনীর উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছিল। বিপদে পড়লে কাচাগ তার শরণাপন্ন হয়। বিপক্ষ সেনাবাহিনীর কাছে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সে গরুড় ব্যূহ গঠন করার প্রস্তাব দেয়। রহস্যময় চরিত্র নির্মাণ করে ইতিহাসের একমুখী গতির মধ্যে ভিন্নমাত্রা সংযোজন করা হয়।

আরও এক বিশেষত্ব হল ইতিহাসের মধ্যে ইতিহাস কথনের জন্য শাখাকাহিনি নির্মাণ, 'ফ্ল্যাশ ব্যাক' (Flash Back) রীতি ও গল্পকথন রীতির ব্যবহার। ত্রিপুরার এক ব্রাহ্মণ পুরোহিত হোসেন শাহের রাজদরবারে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির স্থাপনের ইতিহাস, গল্পকথন রীতির মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত করে। রাঙ্গামাটিয়ায় ধনমাণিক্য কর্তৃক ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে হোসেন শাহের দুই প্রশাসনিক মন্ত্রী দবীর খাস ও সাকর মল্লিক কিভাবে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রাজদরবার পরিত্যাগ করে তার আভাস দেওয়ার জন্য একটি শাখাকাহিনি নির্মাণ করা হয়। অর্থাৎ রায় কাচাগের বীরত্বের কাহিনি বর্ণনার ইতিহাসের পাশাপাশি সমসাময়িক সংশ্লিষ্ট ও সংযুক্ত নানা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা কাহিনির সঙ্গে সংযুক্ত হতে থাকে।

যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি, প্রাণহানি তেমন মারাত্মক ভায়োলেন্স হয়ে পাঠকের সামনে আসে না। চিত্রনির্মাণ কৌশলে ভয়াবহতাগুলো ঢাকা পড়ে যায়। মৃত্যুদণ্ড, শাস্তি, প্রচুর সৈন্যের প্রাণহানি এই তথ্যগুলো খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় পরিবেশিত হয়। যেমন সেলাম বাড়ির বিচারের ফলাফল একটি চিত্রে লেটারিং এর আদলে থাকে 'ইতিহাস বলে তারা কেউ-ই নিস্তার পায়নি'।[১২] এই স্টেটমেন্টের পর অন্য কোনও তথ্য বা চিত্র আর দরকার পড়ে না। এই ভাবেই কাহিনীকে খুব সাবলীল, সতেজ ও সপ্রতিভভাবে নির্মাণ করা হয়।

চার

গ্রাফিক আখ্যানটির শেষ অংশ হোসেন শাহের কামান। সেনাপতি কারবান খাঁর পরিচালনায় হোসেন শাহ আবার ত্রিপুরা জয়ের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন।

> At the defeat of Gaur Mallik, Hussain Shah was worried and embarrassed as the Rajmala wants us to believe. In order to avenge this disgraceful reverse, Hussain Shah without making any delay dispatched a vast army consisting of 100 elephants, 5000 horses and 100,000 infantry under Haitan Khan and Kara Khan (Kabara Khan) to conquer Tripura.[১৩]

কৈলাগড় হোসেন শাহের বাহিনীর দখলে চলে আসে, তারা আরও এগিয়ে যায়। একটার পর একটা অঞ্চল তাদের দখলে চলে আসতে থাকে। এই আক্রমণের সময় দেবতামুড়ার মূর্তিগুলো ছবিদাস নামের এক চিত্রশিল্পীর হাতে কিছুটা পরিবর্তিত হয়। দেবতামুড়ার মূর্তিগুলোতে এজন্যই মিশ্র রীতির প্রভাব দেখা যায়। এটাও লেখকের নির্মাণ। এবার হোসেন শাহের বাহিনী যুদ্ধজয়ের উদ্দেশ্যে কামান নিয়ে আসে। যখন ত্রিপুরার সেনারা পরাজিত, ত্রিপুরার অনেক দুর্গ হোসেন শাহের বাহিনীর দখলে,

তখন আবার জামিছলঙ চরিত্রটিকে ফিরিয়ে আনলেন লেখক। কুমুদ কুন্ড চৌধুরী লিখিত ত্রিপুরার লোককথার বইয়ে প্রথম জামিছলঙ চরিত্রটিকে চিত্ররূপ দেন অলক দাশগুপ্ত। চিত্রকথায় এমন একটি চরিত্র নির্মিত হয় যে অসীম শক্তিমান। এই চরিত্রটি যেমন অনেক অসাধ্যসাধন করে তার শক্তির জোরে, তেমনি তার হাস্যকর কার্যকলাপ ইতিহাসের টানটান উত্তেজনাপূর্ণ বিবরণের মধ্যে কিছুটা খুশির আমেজ এনে দেয়। সে 'বগলমা'-র শরণাপন্ন হওয়ার পরামর্শ দেয়। এই 'বগলমা'-কে জাদুকরী বলেছে জামিছলঙ। অর্থাৎ সে অসাধ্য কাজ সহজে সম্পন্ন করে। এরপর ধনমাণিক্য এসে উপস্থিত হন 'বগলমা'-র কাছে। বগলমা সাধনা করে জানায়, গোমতী নদীর জলই যুদ্ধজয়ে মহারাজের সহায় হবে।

> বসিলেক নরপতি বৃক্ষ ছায়া তলে।
> ডাইন সব ডাকি আনি রাজা তাকে বলে॥
> আমার প্রজা খাও তোরা ডাইন সব লোক।
> এখন না খাও কেন হৈতন খাঁ সম্মুখ॥
> নৃপতির বাক্য শুনি বলাগমা যুবতী।
> নমস্কার করি কহে শুন হে ভূপতি॥
> মঙ্গলবার রাত্রি আমি স্তম্ভিব গোমতী।
> সপ্তদিন জলস্তম্ভ রাখিব সম্প্রতি॥
> বলাগমার বাক্যে রাজার তুষ্ট হৈল মন।
> বলাগমাকে রাজপ্রাসাদ দিল সেই ক্ষণ॥[১৪]

কালীপ্রসন্ন সেনের 'শ্রীরাজমালায়' অতিপ্রাকৃত চরিত্র 'বলাগমা' ডাইনির সঙ্গে রাজার সরাসরি কথোপকথনের প্রসঙ্গ এসেছে। বলাগমা ডাইনির সাধনা এবং প্রচেষ্টা যুদ্ধে জয় এনে দিয়েছিল। গ্রাফিক আখ্যানে 'বলাগমা' হয়েছে 'বগলমা'। এই 'বগলমা' নামটি লেখক ব্যবহার করেছেন কৈলাসচন্দ্র সিংহের রাজমালা থেকে। 'সুন্দরী যুবতী বগলমা'-র রূপ ফুটে উঠেছে চিত্র মাধ্যমে। অলক দাশগুপ্তের নানা লেখায়

এই চরিত্রটি ফিরে ফিরে এসেছে। সৎ ব্যক্তির সহায় হওয়া এবং দুষ্টের দমন করতে এই নারী তার অতিপ্রাকৃত শক্তি ব্যবহার করে। অর্থাৎ একটি ডাইনি চরিত্রের অন্ধকার দিকটা লেখক পাঠকের সামনে ব্যবহার করেননি তাকে একটি ভালো চরিত্র হিসেবে নির্মাণ করেছেন। তার অতিলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে সে সৎ ও শোষিত মানুষকে রক্ষা করে। এই চরিত্রটি ব্যবহার করে অলক দাশগুপ্ত আরো কিছু ছবিতে গল্প নির্মাণ করেন। 'ডাইনি প্রথা' যেহেতু কুসংস্কার এবং শব্দটার সঙ্গে অপশক্তির চেতনা যুক্ত হয়ে থাকে তাই সচেতন ভাবে এই শব্দটা বর্জন করে 'জাদুকরী' শব্দটা ব্যবহার করেন লেখক। নানা দেশে লোককথা, উপকথায় জাদুকরীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আমরা আগেও পড়েছি। গোমতী নদীতে বাঁধ দিয়ে তার সমস্ত জল শুকিয়ে ফেলা হয়। এরপর রায় কাচাগ বলে,

> 'সেনাপতি কছম তুমি মাঝরাতে কিছু সৈন্য নিয়ে দুপাশের জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে দেবে। আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠলে সেনাপতি রসাঙ্গমর্দন বাঁধ ভেঙে দেবে সেই সঙ্গে ছবিদাসের তৈরি মূর্তিগুলোর হাতে বর্শা এবং মশাল গুঁজে আমাদের সেনাবাহিনীর পোশাক পরিয়ে ভেলার চাপিয়ে জলে ভাসিয়ে দেবে।'[১৫]

এভাবেই চূড়ান্ত প্রতি আক্রমণের মুহূর্ত তৈরি হয়। হঠাৎ করে বাঁধ ভেঙে দেওয়ায় গোমতী নদীর উপর গড়ে ওঠা হোসেন শাহের বাহিনীর অস্থায়ী শিবির জলে ভেসে যায়। ভেলায় ভাসানো পুতুল দেখে সেনাবাহিনীর মানুষ ত্রিপুরসেনা ভ্রমে পালিয়ে যেতে থাকে। এরপরেও যখন তারা কামান নিয়ে আক্রমণ করতে যায় তখন জামিছালঙ সেই কামান কাঁধে তুলে নিয়ে চলে আসে। এই কামানই ত্রিপুর সৈন্যদের বীরত্বের স্মারক স্বরূপ রাজধানীর মাঝখানে স্থাপিত হয়। একে একে চেলারগড়, বিশালগড়, জমিরখান গড়, ছয়গড়িয়া গড় দুর্গগুলি ত্রিপুর সেনাবাহিনী পুনরায় অধিকার করে।

পাঁচ

যথেষ্ট গম্ভীর বিষয় নিয়েও কমিকস তৈরি হতে পারে। সিরিয়াস ঢঙেও তা বর্ণিত হয়। গ্রাফিক আখ্যান বলতে মূলত বোঝায় ছবির মাধ্যমে গল্প বা তথ্য উপস্থাপন। পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, অলক দাশগুপ্তের সাদা-কালো ছবিগুলো আঁকার ঘরানাটির মধ্যেও আছে এক নিজস্বতা। কিছুটা আমেরিকান কার্টুন শিল্পের প্রভাবও খুঁজে পাওয়া যাবে।

মযূখ চৌধুরির ছবিগল্পে ইতিহাস, শিকার কাহিনি, গোয়েন্দা কাহিনির নানা রহস্য রোমাঞ্চ পাওয়া যায়। চিত্র কাহিনিগুলো অ্যাডভেঞ্চারমূলক। সেই সময় এই ধারাটি বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। কিন্তু অলক দাশগুপ্তের এই ছবিতে গল্প, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে অ্যাডভেঞ্চারমূলক হলেও ধারাটি ভিন্ন। তার গ্রাফিক আখ্যানে আঞ্চলিক ইতিহাস কথনের একটি ভিন্ন ধারার সূচনা হল। সত্তরের দশকের ত্রিপুরায় কমিকস চর্চা শুরু হয়। লেখা হয় 'চাঁদের দেশে সার্কাস', যা সৃজন করেছিলেন স্বপনকৃষ্ণ মজুমদার। এরপরই এ বিষয় নিয়ে সব থেকে বেশি যিনি চর্চা করেন, তিনি অলক দাশগুপ্ত। তাঁর লেখায় আমরা পাই সিরিয়াস ঢঙে কমিকস তৈরি ও গ্রাফিক আখ্যান নির্মাণ।[১৬]

শিশুরা এই পৃথিবীতে টিকে থাকতে চায়। তারা ক্রমাগত নিজেদের অস্তিত্বকে বাধামুক্ত করার চেষ্টা করে। যেহেতু তারা শারীরিকভাবে দুর্বল, আকারে ক্ষুদ্র তাই সবসময়ই তাদের মধ্যে এক নিরাপত্তার অভাবজনিত বোধ কাজ করে । কোনও কিছুর উপর দখল বজায় রেখে নিজের পছন্দের মানুষ ও বস্তুকে সে

আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাতে চায়। এই নিরাপত্তাহীনতা থেকে তারা সবসময়ই এমন এক ব্যক্তির কল্পনা করে যে তার বা তার মতো অপেক্ষাকৃত দুর্বল মানুষকে নিরাপদে রাখবে। এই কারণেই তাদের মনে 'সুপার হিউম্যান' (Super Human) ইমেজ তৈরি হতে থাকে। ছবিতে গল্পে যদি তারা এই রকম অসীম সাহসী ও অতিরিক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন কোনও ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করে তাহলে তাদের কল্পনার সঙ্গে তা মিলে যায়। নিরাপত্তাহীনতা থেকে তাদের মন এক নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছায়। জামিছলঙ, জাদুকরী বগলমা চরিত্র দুটো আর রায় কাচাগের অসীম সাহস একদিকে শিশুমনের এই চাহিদা পূরণ করে, অন্যদিকে শিশুমনকে অনাবিল আনন্দ দিয়ে যায়।। ক্ষুদ্র প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলের রাজার সেনাবাহিনীতে বহাল হওয়ার কাহিনী যেমন শিশুদের কাছে অনুপ্রেরণামূলক তেমনই এর মধ্যে সমাজ শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষার অনেক উপাদানও পাওয়া যায়। যুক্তিগ্রাহ্যতার বাইরে নানা উপাদান সাহিত্যে সন্নিবেশিত হলে শিশু মনের কল্পনার ক্ষেত্র নিশ্চিতভাবেই প্রসারিত হয়। আর বাস্তব তো শুধু প্রত্যক্ষ ধারা বিবরণী নয়, বাস্তবতার নানা ভাজ ও মাত্রা শিল্প সাহিত্যে প্রচলিত ও বিস্তৃত।

ইতিহাসকে শিশুদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সব থেকে ভাল মাধ্যমও ছবির মধ্যে দিয়ে গল্প বলা। শুধু শিশু নয়, প্রাপ্তবয়স্ক মননে কল্পনা ও বাস্তবতার অনুভবকে ছুঁয়ে যায় এই গ্রাফিক আখ্যান। ইতিহাসের একটি ভিন্ন আঙ্গিক সংরক্ষিত হয়ে যায় ছবি ও গল্প কথার মধ্যে দিয়ে। ইতিহাসের মহা আখ্যানকে বিনির্মাণ করে আঞ্চলিক ইতিহাসের নবনির্মাণ ঘটে।

সূত্রনির্দেশ:

১. Monoroma Sharma, *History and History writing in North East India*, Second revised edition, Regency Publication, New Delhi, 2021, P.3

২. Romila Thapar, *Interpreting Early India*, Delhi, 1993, P. 158

৩. *সেনাপতি রায় কাচাগ*, গ্রন্থটির প্রথমেই এই গ্রন্থে ব্যবহৃত আকর গ্রন্থ, প্রবন্ধ ইত্যাদির একটি তালিকা সংযুক্ত হয়েছে। দ্রষ্টব্য অলক দাশগুপ্ত, *সেনাপতি রায় কাচাগ*, তৃতীয় সংস্করণ, ভাষা প্রকাশন, আগরতলা, ফেব্রুয়ারি ২০২২

৪. Jadunath Sarkar, *The History of Bengal (Volume II) Muslim Period (1200-1757)*, The University of Dacca, 1948, P. 149

৫. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৩৫২, পৃ. ৭৯-৮১

৬. Romoni Mohon Sarma, *Political History of Tripura*, A.Saha Pathipatra, Calcutta, 1987, P. 56-57

৭. অলক দাশগুপ্ত, *সেনাপতি রায় কাচাগ*, তৃতীয় সংস্করণ, ভাষা প্রকাশন, আগরতলা, ফেব্রুয়ারি ২০২২, পৃ. ৫৪

৮. Romoni Mohon Sarma, *Political History of Tripura*, A.Saha Pathipatra, Calcutta, 1987, P. 52

৯. অলক দাশগুপ্ত, *সেনাপতি রায় কাচাগ*, তৃতীয় সংস্করণ, ভাষা প্রকাশন, আগরতলা, ফেব্রুয়ারি ২০২২, পৃ. ১৯

১০. কালীপ্রসন্ন সেন, *শ্রীরাজমালা (দ্বিতীয় লহর)*, তৃতীয় সংস্করণ, উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা, জুন ২০২০, পৃ. ১৮

১১. ওই, পৃ. ১১

১২. অলক দাশগুপ্ত, *সেনাপতি রায় কাচাগ*, তৃতীয় সংস্করণ, ভাষা প্রকাশন, আগরতলা, ফেব্রুয়ারি ২০২২, পৃ. ১২

১৩. Romoni Mohon Sarma, *Political History of Tripura*, A.Saha Pathipatra, Calcutta, 1987, P. 55

১৪. কালীপ্রসন্ন সেন, *শ্রীরাজমালা (দ্বিতীয় লহর)*, তৃতীয় সংস্করণ, উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা, জুন ২০২০, পৃ. ২৬-২৭

১৫. অলক দাশগুপ্ত, *সেনাপতি রায় কাচাগ*, তৃতীয় সংস্করণ, ভাষা প্রকাশন, আগরতলা, ফেব্রুয়ারি ২০২২, পৃ. ৫০

১৬. অলক দাশগুপ্তের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রাফিক আখ্যান হল 'অলৌকিক রাতে', 'ফেরা'।